MAR. 29 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ...

ঢা. বি. ক্যাম্পাসে হত্যার ঘটনা

৫ ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা নেপথ্যে ৫৬ ভরি সোনা!

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল এলাকায় গত মঙ্গলবার রাতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের সভাপতি ও মুহসীন হলের ৪ জন ছাত্রলীগ নেতাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পেছনে কাজ করেছে চোরাচালানের ৫৬ ভরি সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনা। আসামিদের মধ্যে মুহসীন হলের ৪ জন ছাত্রলীগ নেতা ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত শফিক গ্রুপের সদস্য। তারা হলোঃ শিমুল, আরিফ, মিজান ও মনির আর জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ হল সভাপতি বাবু। নিহত খায়রুল আলম লিটনের ভাই মাহবুবুল আলম বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ওই ঘটনায় জসিম নামে আরেক যুবক আহত হয়েছে। সূত্র জানায়, তারা ২জনই জহুরুল হক হলে থাকত। লিটন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সে কুত্তা লিটন নামে পরিচিত। জসিম ও লিটন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। গতবছর জসিম লালবাগ থানা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। পরে সে থানা হাজত থেকে তার সহযোগীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় লালবাগ থানার ২ জন এসআইকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

সূত্র জানায়, গত সোমবার রাতে মুহসীন হলের মাঠের সামনে বসুনিয়া তোরণের কাছ থেকে এক ব্যবসায়ীর ৫৬ ভরি সোনা ছিনতাই হয়। ওই ব্যবসায়ী মুহসীন হলের এক ছাত্রলীগ নেতার দুলাভাই। ছিনতাইয়ের পর তিনি মুহসীন হলে গিয়ে ক্যাডারদের কাছে অভিযোগ করেন। সূত্র জানায়, ওই ব্যবসায়ী সোনা চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকায় তিনি থানায় অভিযোগ করেননি। মুহসীন হলের ক্যাডাররা সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জসিম ও লিটন জড়িত বলে সন্দেহ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন

নেপথ্যে ঃ পঃ ২ কঃ ৮

নেপথ্যে ঃ ঢা. বি.

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র জানান, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে মুহসীন হলের ছাত্রলীগ শফিক গ্রুপের ক্যাডাররা শিমুল, আরিফ, মিজান ও মনিরের নেতৃত্বে জহুরুল হক হলে যায়। তারা দলে প্রায় ১৫/২০ জন ছিল। জহুরুল হক হলের স্টাফ কোয়ার্টারে গিয়ে তারা লিটন ও জসিমকে ধরে হল পুকুরের দক্ষিণ দিকে মসজিদের সামনে খোলা মাঠে নিয়ে আসে। সেখানে লিটন ও জসিমকে তারা ছিনতাইকরা সোনা দিয়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তারা দুজন সোনা ছিনতাইয়ের অভিযোগ অস্বীকার করে। তখন তাদের চড়-থাপ্পরও দেয়া হয়। প্রায় আধঘন্টা মসজিদের সামনে খোলা মাঠে ক্যাডাররা লিটন ও জসিমকে নানাভাবে ৫৬ ভরি সোনা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে লিটন ও জসিম ক্যাডারদের সাথে কথাকাটাকাটি শুরু করে এবং উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়। এ পর্যায়ে জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ সভাপতি বাবু খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর মুহসীন হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা লিটন ও জসিমকে গুলি করে। গুলিতে ঘটনাস্থলেই লিটন নিহত হয়। এরপর ক্যাডাররা লাশ টেনে স্টাফ কোয়ার্টারের পাশে রেখে পালিয়ে যায়। সূত্র জানায়, সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনার পর মুহসীন হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা জহুরুল হক হল ছাত্রলীগ সভাপতি বাবুকে জানায়, যেহেতু লিটন ও জসিম জহুরুল হক হলে থাকত। তাই তারা ওই দুজনকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য বাবুকে বলে। কিন্তু বাবু মুহসীন হলের ক্যাডারদের বলে, সোনা ছিনতাই হয়ে থাকলে তারা যেন ব্যবস্থা নেয়। তার কিছু করার নেই।

এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জসিম গতকাল জানায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সে ও লিটন জহুরুল হক হলে যায়। এর আগে তারা টিএসসিতে আড্ডা দিয়েছে। জহুরুল হক হলের পুকুরপাড়ে গেলে হল ছাত্রলীগ সভাপতি বাবু তাদের ২ জনকে ডাক দেয়। তখন সেখানে অবস্থানরত ছাত্রলীগ বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডাররা তাদের লক্ষ্য করে গুলি করে।

তদন্ত কমিটি ঃ গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্তৃক এক যুবক নিহত হওয়ার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাহাদাত আলীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির অন্য দুজন হলেন, জহুরুল হক হলের প্রাধাক্ষ্য অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান ও প্রক্টর অধ্যাপক এ.কে.এম নূর-উন-নবী। আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন।